بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই মার্চ, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে পবিত্র রমযান মাসের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআন পাঠ এবং এর ওপর আমলের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা রমযানের দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি। আল্লাহ্ তা'লা রমযানের সাথে পবিত্র কুরআনের এক বিশেষ সম্পর্ক বর্ণনা করে বলেছেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ অর্থাৎ, **রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কুরআন সমগ্র) মানবজাতির জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে)।** কাজেই, এ মাসে আমাদেরকে অধিক হারে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সা.) এবং বর্তমান যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। **হযরত জীব্রাঈল (আ.) প্রতি বছর রমযানে কুরআনের অবতরণকৃত সম্পূর্ণ অংশ মহানবী (সা.)-এর সাথে পুনরাবৃত্তি করতেন এবং তাঁর জীবনের শেষ রমযানে সম্পূর্ণ কুরআন দু'বার পুনরাবৃত্তি করেছেন।** রমযান মাসে আমাদের মসজিদগুলোতে দরসের ব্যবস্থা থাকে, তারাবীর আয়োজন করা হয়, পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি জোরালো আহ্বান জানানো হয়, এমটিএ'তেও প্রত্যহ কুরআন তিলাওয়াত প্রচার করা হয। এসব মাধ্যম থেকে আমাদের কুরআন শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা তখনই লাভবান হতে পারব যখন আমরা কুরআনের নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের প্রারম্ভেই বলেছেন, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, **এটি সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নাই, যা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।** কাজেই, তাকওয়ার ওপর পরিচালিত হওয়ার এবং প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার এই গ্রন্থের ওপর, এর শিক্ষামালার ওপর আমল করা আবশ্যক। রমযানে প্রকৃত মু'মিন হওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকে, তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা থাকে, তাই এসব মান অর্জনের পদ্ধতি হলো, পবিত্র কুরআন অধিক হারে পাঠ করা, এর মর্ম অনুধাবন ও এর ওপর আমল করার চেষ্টা করা।

হুযূর (আই.) বলেন, রমযান মাসে প্রত্যেকের কমপক্ষে একবার পবিত্র কুরআন খতম করার চেষ্টা করা উচিত। একইভাবে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং তফসীর পড়ার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত। এভাবে আমরা ভালো ও মন্দের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারব। অনেকে মনে করে, পবিত্র কুরআন খুবই কঠিন একটি গ্রন্থ, অথচ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ, **আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব, কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী?** আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন অনুধাবনের জন্য প্রত্যেক যুগে শিক্ষকও প্রেরণ করেছেন আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতএব, এখনো আমরা এর অনুসারী না হলে এটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। একইভাবে খলীফাগণও তফসীর লিখেছেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তফসীরে কবীর লিখেছেন যাতে প্রায় অর্ধেক কুরআনের তফসীর বর্ণনা করা হয়েছে, পাশাপাশি আরও অনুবাদ ও তফসীর রয়েছে, তফসীরে সগীর রয়েছে, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদও হচ্ছে। কাজেই, রমযান মাসে আমরা যেখানে

পবিত্র কুরআন পড়ার চেষ্টা করব, সেখানে এর অর্থ ও নির্দেশনাসমূহ অনুধাবন ও অনুসরণেরও চেষ্টা করা উচিত। যারা আরবী ভাষা জানেন না, তাদের কুরআন পড়ার পাশাপাশি এর অর্থের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেক সময় পিতা-মাতারা আমীন অনুষ্ঠানের জন্য তাদের সন্তানদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, সন্তানদেরকে কুরআন পড়া শিখিয়ে আপনারা একটি দায়িত্ব পালন করেছেন বটে, কিন্তু সন্তানদের মাঝে কুরআন পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করা এবং এর ওপর আমলের আগ্রহ এবং অনুরাগ সৃষ্টি করাও আপনাদের দায়িত্ব। প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, তারা নিজেরা এবং নিজেদের স্ত্রী সন্তানরাও যেন কুরআন পাঠ এবং এর অনুবাদের প্রতি অভিনিবেশ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **এটি সত্য যে, অধিকাংশ মুসলমান কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু তথাপি এর জ্যোতি, কল্যাণরাজি এবং এর প্রভাব সদা চিরঞ্জীব। অতএব, আমি এসবের প্রমাণ দেয়ার উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হয়েছি।** তিনি (আ.) আরও বলেন, **পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করে সফলতা লাভ করা অসম্ভব আর এরূপ সফলতা কেবলমাত্র মরীচিকাসদৃশ, যার সন্ধানে এই লোকেরা ছুটছে।** কাজেই, প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যা কিছু লাভ করব পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই লাভ করব।

মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে মু'মিন কুরআন পাঠ করে এবং এর ওপর আমলও করে তার দৃষ্টান্ত এমন ফলের ন্যায় যা খেতে সুস্বাদু এবং যাতে সুগন্ধও রয়েছে। আর সেই মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না, কিন্তু এর ওপর আমল করে তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায় যার স্বাদ ভালো হলেও তাতে কোনো কোনো সুগন্ধ নাই। আর এমন মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত এরূপ চারাগাছের ন্যায় যার সুগন্ধ ভালো হলেও তা বিস্বাদ। আর এরূপ মুনাফিক যে কুরআন পাঠও করে না তার দৃষ্টান্ত এমন বিষাক্ত ফলের ন্যায় যা বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে জিনিস সুস্বাদু হয় তা মানুষ বার বার খেতে চায় আর কুরআনের ক্ষেত্রেও এমনটি হওয়া উচিত। অতএব, পবিত্র কুরআন পাঠ, অনুধাবন এবং এর ওপর আমলের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া উচিত। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **কিছু লোক আহলুল্লাহ্ হয়ে থাকেন। সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, আহলুল্লাহ্ কে? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, কুরআন পাঠকারী এবং এর ওপর আমলকারীরা আহলুল্লাহ্ হয়ে থাকেন।**

অতঃপর হুযূর (আই.) বলেন, মুসলমানদের বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, সর্বত্র অশান্তি ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে, সরকার জনগণের সাথে লড়াই করছে এবং জনগণ সরকারের ওপর আক্রমণ করছে, এ সবই পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করার পরিণাম। দাবি করে যে, উভয়ের হাতেই কুরআন আছে, কিন্তু উভয়ই কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে। যদি মানুষ পবিত্র কুরআনের অনুসারী হতো তবে কখনোই এই অবস্থা সৃষ্টি হতো না। এ যুগে আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন, অথচ তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসে আছে, তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, তাই এমতাবস্থায় তারা কুরআন থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **পবিত্র কুরআন প্রকৃত কল্যাণের উৎস এবং মুক্তির একমাত্র মাধ্যম। এটি তাদের নিজেদের ভুল, যারা কুরআনের ওপর আমল করে না। তাদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন এই মহান নিয়ামতকে অনুধাবন করে এবং একে মূল্য দেয়। পবিত্র কুরআনকে মূল্য দেয়ার অর্থ হলো, এর ওপর আমল করা আর এরপর দেখুন! খোদা তা'লা কীভাবে সেসব বিপদ ও সমস্যাদি দূরীভূত করে দেন।** হুযূর (আই.) আরও বলেন, পাকিস্তানে আমাদেরকে কুরআন পাঠে নিষেধাজ্ঞা

প্রদান করে, কিন্তু তারা আমাদের হৃদয় থেকে এর শিক্ষা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তারা যত চেষ্টাই করুক না কেন এর ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে কেঁড়ে নিতে পারবে না। অতএব, এ যুগে কুরআন চর্চার সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব হলো আহমদীদের। আহমদী মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো, কুরআনের ওপর সবচেয়ে বেশি আমল করা।

একটি বর্ণনায় এসেছে, **যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের ওপর আমল করে না তার ঈমান অন্তঃসারশূন্য। তারা মানুষের অধিকার হরণ করে, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করে না**। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, **হযরত জীব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, অচিরেই পৃথিবীতে অনেক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। মহানবী (সা.) বলেন, এথেকে বাঁচার উপায় কী? জীব্রাঈল (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন ঐসব বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করবে**। হুযূর (আই.) বলেন, আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদেরকে এসব অরাজকতা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করতে পবিত্র কুরআনের অধিক প্রতি মনোযোগী হতে হবে আর কুরআনকে আমাদের রক্ষাকবচ বানাতে হবে।

মহানবী (সা.) আরও বলেন, **পবিত্র কুরআন প্রকাশ্যে পাঠকারী প্রকাশ্যে সদকা প্রদানকারীর ন্যায় আর গোপনে পাঠকারী গোপনে সদকা প্রদানকারীর মতো**। কাজেই, আমরা এটিও জানি, সদকা বিপদাবলী দূর করে। তাই পবিত্র কুরআন পাঠ ও অনুধাবন করার ফলে তা সদকার ন্যায় গৃহীত হবে এবং এর কল্যাণে মানুষ বিপদাবলী থেকে রক্ষা পাবে। পবিত্র কুরআন বুঝে-শুনে, ধীরস্থিরভাবে পাঠ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতির আলোকে হুযূর (আই.) বলেন, **যখন দোয়ার আয়াত আসে সেখানে থেমে দোয়া করুন। যেখানে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, সেখানে থেমে খোদার কাছে কৃপা যাচনা করুন, এস্তেগফার করুন**। এমনটি করলে আমরা অনেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবো। অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কোন্ ওযীফা পাঠ করবো? মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **পবিত্র কুরআন পাঠ করো, এতে অভিনিবেশ করো তাহলে অনেক সমস্যা ও জটিলতা থেকে রক্ষা পাবে। উত্তম হলো, ওযীফা পাঠে যে সময় অতিবাহিত করবে তা কুরআনের প্রতি অভিনিবেশে ব্যয় করো। এর ফলে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার হিদায়াতের জ্ঞান লাভ করবে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী জানতে পারবে**। তিনি (আ.) আরও বলেন, **নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন কোরো না। পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলীর সাথে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত কোরো না। অনেকে বলে, অমুক সূরা পাঠ করো, তাহলে বরকত হবে। এগুলো ভুল ধারণা। সম্পূর্ণ কুরআনই আল্লাহ্‌র বাণী, যা-ই পাঠ করবে আর অনুধাবন করে আমলের চেষ্টা করবে, নেক নিয়্যতের সাথে পাঠ করবে— তাহলে কল্যাণ লাভ করবে**।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, রমযান মাসে যেভাবে আমরা বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি, এর পাশাপাশি আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত, আমরা যেন সর্বদা এটি অব্যাহত রাখি এবং এর ওপর আমল করার প্রতি মনোযোগী হই আর নিজেদের সন্তানদেরও কুরআন পাঠের নির্দেশ প্রদান করি, তাদের মাঝেও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন এ বিষয়টি অনুধাবন করে এর ওপর আমল করতে পারি এবং সারা বছর একে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করতে পারি, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)